প্রথম আলো

তারিখ ... 28 DEC 2006
পৃষ্ঠা 20 কলাম 4

সহপাঠ্য নিয়ে এনসিটিবি ও প্রকাশকদের বিরোধ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মূল পাঠ্য নিয়ে জটিলতা খুব একটা না থাকলেও ১১টি সহপাঠ্য নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ও প্রকাশকদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়েছে। এনসিটিবি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সহপাঠ্য নিজে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে এসব বই ছাপা ও বিক্রি থেকে বিরত থাকার জন্য প্রকাশকদের নির্দেশ দিয়েছে। এ নির্দেশ অমান্য করলে ভ্রাম্যমাণ আদালত নামানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, এ বছর প্রাথমিক এবং এবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যের বই ছাপা হচ্ছে সাত কোটি ১৯ হাজার ৮১৪টি। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরে বইয়ের সংখ্যা পাঁচ কোটি ২০ লাখ ৯৪ হাজার ৬৭৫। এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ছাপা হচ্ছে এক কোটি ৮১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭০ কপি বই। গত মঙ্গলবার বেসরকারি প্রকাশকেরা মাধ্যমিকের ১০টি বই বাজারে ছেড়েছেন। বাকি বই ১০ এবং ১৭ জানুয়ারি বাজারে ছাড়া হবে।

অন্যদিকে বিনামূল্যের প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। তবে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় সব বই এখনো পৌঁছায়নি। সূত্রমতে, তিন দিন পর নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও উপজেলা পর্যায়ে এখনো ২৫ শতাংশ বই পৌঁছানো বাকি। ৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন।

এনসিটিবির মনিটরিং কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে প্রাথমিক স্তরের ৬১ দশমিক ৫১ শতাংশ বই পৌঁছায়। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮১ দশমিক ৪৫ শতাংশ বই পৌঁছালেও রাজশাহী বিভাগে ৫৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ এবং খুলনা বিভাগে ৭২ দশমিক ২৪ শতাংশ বই গেছে।

অবশ্য এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. গাজী

সহপাঠ্য নিয়ে এনসিটিবি ও প্রকাশকদের বিরোধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মো. আহসানুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, ইতিমধ্যে ৮৫ শতাংশ বই সারা দেশে পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ছুটির কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বই পরিবহনে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে। তা সত্ত্বেও জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সব বই পৌঁছে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জানা যায়, মাধ্যমিকের ১১টি সহপাঠ্য নিয়ে প্রকাশকদের সঙ্গে এনসিটিবির বিরোধ তৈরি হয়েছে। চড়া দামে নিম্নমানের সহপাঠ্য বিক্রির অভিযোগে এনসিটিবি এ বছর থেকে এসব বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের *প্রথম আলোকে* বলেন, এনসিটিবি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এককভাবে সহপাঠ্য প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, কোনোরকম পূর্বঘোষণা না থাকায় প্রকাশকেরা এই খাতে ইতিমধ্যে মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এখন এনসিটিবির এ ধরনের উদ্যোগ অনৈতিক ও অমানবিক।

সূত্রমতে, প্রকাশক সমিতির পক্ষ থেকে এনসিটিবি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে এর প্রতিকার চেয়ে আবেদন করা হয়। পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে। কমিটি সূত্র জানায়, প্রকাশকদের আবেদন যৌক্তিক নয় উল্লেখ করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সহপাঠ্য প্রকাশ ও বাজারজাতকরণে এনসিটিবির সিদ্ধান্ত সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন কমিটির সদস্যরা।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. গাজী মো. আহসানুল কবীর বলেন, ১১টি সহপাঠ্য নিয়ে দেশজুড়ে অস্থির অবস্থা চলছিল। কিছু অসাধু প্রকাশক তাদের নিম্নমানের বই চড়া দামে কিনতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বাধ্য করছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।